দৈনিক
ইনকিলাব

0 9 NOV 2003

মসজিদভিত্তিক গণশিক্ষা কেন্দ্রে ৬০ ভাগই মেয়ে শিশু

মন্দিরভিত্তিক গণশিক্ষা কার্যক্রম আছে মসজিদভিত্তিক গণশিক্ষা বন্ধের সুযোগ নেই

সেমিনারে বক্তাগণ

স্টাফ রিপোর্টার

'মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম : সাফল্য ও সম্ভাবনা' শীর্ষক এক সেমিনারে বক্তারা বলেছেন, অন্য ধর্মের শিশুদের শিক্ষা গ্রহণের জন্য মসজিদভিত্তিক শিক্ষাকেন্দ্রে আসতে ধর্মীয় কোন বাধা নেই। পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় এমনকি চাকমা শিশুরাও মসজিদভিত্তিক গণশিক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষা সুযোগ পাচ্ছে। যেখানে তাদের শুধু বাংলা, ইংরেজী, গণিত ও স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হয়। মন্দিরভিত্তিক শিশু শিক্ষা প্রকল্পের মাধ্যমে হিন্দু শিশুরা শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে। দেশের ১৮ হাজার মসজিদভিত্তিক গণশিক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষা গ্রহণকারী প্রায় ৬০ ভাগই মেয়ে শিশু। বক্তারা বলেন, বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী মক্তবের ধারাবাহিকতায় মসজিদভিত্তিক গণশিক্ষা কেন্দ্র চালু রয়েছে। মসজিদের অব্যবহৃত অবকাঠামো পৃঃ ১৫ কঃ ১.৫

মন্দিরভিত্তিক গণশিক্ষা কার্যক্রম

১২-এর পৃষ্ঠার পর

ব্যবহার করে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় বিধায় এ প্রকল্পের পিতাবায় সবচেয়ে কম। এসব শিক্ষা কেন্দ্রে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও বাছাইকৃত ইমামদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। শিক্ষক হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পর শিশুর মনস্তত্ত্ব বিষয়ে তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। ইমামগণকে এ সকল প্রশিক্ষণের সাথে ইউএসএআইডি ও ইউএনএফপিএসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা আর্থিক সহযোগিতা প্রদানসহ অন্যান্যভাবে সম্পৃক্ত আছে। সমাজের লোক হওয়ার কারণে শিশুরা ইমামদের আত্মীয় মনে করে। ইমামগণ শিশুদের মধ্যে ভুলভীতি দূর করে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রতি আগ্রহী করে তোলেন। গতকাল আগারগাঁওস্থ ইসলামিক ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে প্রকল্পের ঢাকা বিভাগীয় পর্যায়ের সেমিনারে বক্তারা একথা বলেন।

বক্তারা বলেন, ২০১৫ সালের মধ্যে জাতিসংঘের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জনে এ প্রকল্প কাজ করে যাচ্ছে। শিক্ষা, বিস্তার ও দারিদ্র্য দূরীকরণ, নারীর অধিকার ও ক্ষমতায়নে এ প্রকল্পের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। এ প্রকল্পে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী শিক্ষিকা হিসেবে নিয়োজিত আছেন।

সম্প্রতি একটি স্বার্থান্বেষী মহল কর্তৃক এ প্রকল্পের অপপ্রচার সম্পর্কে বক্তারা বলেন, বাংলাদেশের ১৮ হাজার মসজিদভিত্তিক গণশিক্ষা কেন্দ্রের যেকোন একটি কেন্দ্র আপনারা পরিদর্শন করলে সব ভুল ভেঙে যাবে। বক্তারা বলেন, নতুন মসজিদভিত্তিক শিক্ষাকেন্দ্র চালুর জন্য সব দল থেকে বিভিন্ন সময়ে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সুপারিশকৃত হাজার হাজার আবেদন জমা আছে। তারা এ প্রকল্পের কার্যক্রমে সন্তুষ্ট হয়ে নিজের এলাকায় চালুর আবেদন জানিয়েছেন।

সেমিনারে বক্তাগণ সরকারের প্রতি মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম সম্প্রসারণ আরো জোরদার করার আহবান জানান। সেমিনারে বক্তাগণ মসজিদকে আরো অর্থবহভাবে ব্যবহার করে 'বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা' এবং 'সবার জন্য শিক্ষা' জাতীয় কর্মসূচির সমর্থনে মসজিদভিত্তিক গণশিক্ষা কার্যক্রমকে টিকার স্কুল হিসেবে রূপান্তরের দাবী জানান।

সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক মো: ফজলুর রহমান এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব এ এইচ এম আফজাল হোসেন এনডিসি। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন পরিকল্পনা কমিশনের যুগ্ম প্রধান মোহাম্মদ আবদুল হালিম। পঠিত প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপসচিব ফেরদৌস আক্তার ও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সমন্বয় বিভাগের পরিচালক আবদুল জলিল জমাদার।

ঢাকা জেলার ডিসি মো: জিল্লার রহমানের সভাপতিত্বে সেমিনারে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন ঢাকা জেলার সিভিল সার্জন ডা: মো: গোলাম কিবরিয়া, ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ প্রফেসর মুহাম্মদ ইসলাম গনী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের শিক্ষক মোহাম্মদ মমিনুর রশিদ, মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মুহাম্মদ নুরুল আমিন, ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয়ের পরিচালক এ কে এম কামরুজ্জামান।

সেমিনারে ঢাকার বিভিন্ন উপজেলার শিক্ষা অফিসার, পল্লী সম্পদ কর্মকর্তা, কৃষি কর্মকর্তা, ইসলামী চিন্তাবিদ, গবেষক ও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালকসহ ৬২ জন অংশগ্রহণ করেন।